**Through Knowledge towards Jannah**

# Islamic Online Madrasah – IOM

**ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ**

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

**রিসার্চের বিষয়ঃ**

**অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যতা: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ**


**তত্ত্বাবধায়নেঃ**
**ওস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদ**
**রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।**
**ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম**

**জমা দিয়েছেনঃ**

**মুশফিকা রহমান**
**গ্রুপ ২**
**আইডি: ২১৬০২১৫২৫২৩০৯**


**২২ শে নভেম্বর, ২০২৫ ইং**

# অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যতা: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ

# Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## <u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যতা: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ" বিষয়ক গবেষণা পত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুশফিকা রহমান; আইডি: ২১৬০২১৫২৫২৩০৯ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

**<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>**
**ওস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদ**
**রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।**
**ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম**

**<u>এক্সটার্নাল:</u>**

**নাম:**
**ডিপার্টমেন্ট:**
**প্রতিষ্ঠান:**

# <u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যতা: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আব্দুল ওয়াহিদ ওস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানামতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

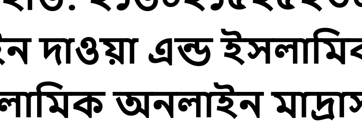

**মুশফিকা রহমান**
**গ্রুপ ২**
**আইডি: ২১৬০২১৫২৫২৩০৯**
**ব্যাচেলর ইন দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ**
**ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার**

**তারিখ:**

**২২ নভেম্বর, ২০২৫ ইং**

# সূচিপত্র


সংক্ষেপ (Abstract) ....................................................................................................6
অধ্যায়–১: ভূমিকা..........................................................................................................7
১.১ ভূমিকার সারাংশ..........................................................................................................7
১.২ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ..............................................................................................7
১.৩ গবেষণার প্রেক্ষাপট.......................................................................................................7
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives) ...................................................................................8
১.৫ পদ্ধতি (Methodology)...............................................................................................8
অধ্যায়–২: কুরআনে অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যতা..................................................9
২.১ মানবজাতির প্রতি সম্মান- ..........................................................................................9
২.২ বিশ্বাসের স্বাধীনতা-.......................................................................................................9
২.৩ অন্য ধর্মের উপাস্যকে গালি দিতে নিষেধ-...................................................................9
২.৪ অমুসলিমের সাথে ন্যায় ও সৎ আচরণ-.....................................................................10
২.৫ অমুসলিম প্রতিবেশীর অধিকার- ................................................................................10
২.৬ মাদীনা সনদ— আন্তধর্মীয় সহাবস্থানের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক দলিল-.............................10
অধ্যায়–৩: হাদীসে অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যতা.....................................................11
৩.১ অমুসলিম অধিবাসীদের নিরাপত্তা-.............................................................................11
৩.২ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জানাজায় সম্মান প্রদর্শন......................................................................11
৩.৩ অসুস্থ অমুসলিমকে দেখতে যাওয়া ...........................................................................11
৩.৪ অন্য ধর্মাবলম্বী অতিথিকে সম্মান.................................................................................11
৩.৫ চুক্তি ভঙ্গ নিষিদ্ধ ........................................................................................................12
অধ্যায়–৪: ইসলামের সৌন্দর্য—সহাবস্থান, ন্যায় ও মানবিকতা ..............................................13
৪.১ ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি ...............................................................................................13
৪.২ বৈরিতা থাকলেও ন্যায়পরায়ণ আচরণ.........................................................................13
৪.৩ জীবনের পবিত্রতা .......................................................................................................13
অধ্যায়–৫: ইতিহাসে অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যের উদাহরণ ..................................14
৫.১ মদিনার সনদ:...............................................................................................................14
৫.২ উমর (রাঃ)-এর জেরুজালেম বিজয় ...........................................................................14
৫.৩ মুসলিম শাসনে হিন্দু-বৌদ্ধ-পারসিক সহাবস্থান ........................................................14
অধ্যায়–৬: গবেষণালব্ধ ফলাফল .........................................................................................15
অধ্যায়–৬: উপসংহার .........................................................................................................16
তথ্যসূত্র...............................................................................................................................17

# সংক্ষেপ (Abstract)

ইসলাম একটি সামগ্রিক ও সার্বজনীন দীন, যার অন্যতম মৌলিক নীতি হলো মানবজাতির মাঝে ন্যায়, সাম্য, শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা করা। বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানবগোষ্ঠীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ, মানবিক এবং যুক্তিসঙ্গত। কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচরণ, ন্যায়বিচার, পারস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে। বিশেষত "ধর্মে জবরদস্তি নেই"—এই মহান নীতি ইসলামের বহুত্ববাদী ও মানবতাবাদী চেতনাকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

এই গবেষণাপত্রে কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন, ইতিহাস, সীরাত, এবং প্রখ্যাত গবেষকদের রচনার আলোকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে ইসলাম কীভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, কীভাবে তাদের অধিকার রক্ষা করে, এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রচার করে। পাশাপাশি আধুনিক বিশ্বে আন্তধর্মীয় সংলাপ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহাবস্থান ও মানবাধিকার সুরক্ষায় ইসলামের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

# অধ্যায়-১: ভূমিকা

## ১.১ ভূমিকার সারাংশ

বিশ্ব মানবসভ্যতা হাজার বছরের ইতিহাসে নানান ধর্ম, সংস্কৃতি ও দার্শনিক মতবাদের সংস্পর্শে এসেছে। প্রতিটি ধর্ম ও সংস্কৃতির নিজস্ব মূল্যবোধ থাকলেও, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নটি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইসলাম এমন একটি দীন যা অন্য ধর্ম ও মানবসমাজের প্রতি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও নৈতিক আচরণের শিক্ষা দিয়ে থাকে।
ইসলামের মূল দু'টি উৎস—কুরআন ও সুন্নাহ—উভয়েই অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্মান, তাদের অধিকার রক্ষা, এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিস্তৃত নির্দেশনা প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর জীবনের অসংখ্য ঘটনা অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা ও কল্যাণমুখী মনোভাবকে বাস্তবে প্রমাণ করেছে।

## ১.২ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক বিশ্বে ধর্মীয় ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও বিশ্বায়নের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। ধর্ম নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি, সংঘাত ও গোঁড়ামি অনেক সময় সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ইসলাম তার শুরুর দিন থেকেই ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহনশীলতা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করেছে। তাই ইসলামের এই সৌন্দর্যতা গবেষণা-নির্ভরভাবে উপস্থাপন করা জরুরি।

## ১.৩ গবেষণার প্রেক্ষাপট

ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমানরা ইহুদি, খ্রিস্টান, জরথুস্ত্রী, হিন্দুসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর সাথে মিথস্ক্রিয়া করেছে। তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামের ন্যায়বিচারপূর্ণ মনোভাব, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক আচরণ গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ড. হামিদুল্লাহ, ড. তারিক রমাদান, খালেদ আবু আল-ফাদলসহ অসংখ্য গবেষক এই বিষয়ে বিশদভাবে লিখেছেন।

**১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য** (Objectives)

এই গবেষণার উদ্দেশ্য চারটি মূল বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায়
১. কুরআন ও হাদীসের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ।
২. ইসলামের মানবিকতা, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও সহনশীলতার মৌলিক নীতিগুলো তুলে ধরা।
৩. ইতিহাসে মুসলমানদের এবং অমুসলিমদের সম্পর্ক নিয়ে প্রখ্যাত গবেষকদের মতামত উপস্থাপন।
৪. আধুনিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী নীতির প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা।

**১.৫ পদ্ধতি** (Methodology)

এই গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো: তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে ইসলামের নীতি ও ইতিহাসকে আধুনিক প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

- **প্রাথমিক উৎস**: কুরআন, হাদীস, সীরাত, ইসলামী আইন (ফিকহ), প্রাচীন তাফসীর।
- **মাধ্যমিক উৎস**: আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষণা প্রবন্ধ, সমকালীন গবেষকদের বই, বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল।

# অধ্যায়-২: কুরআনে অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যতা

**২.১ মানবজাতির প্রতি সম্মান-**

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾

"নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"

– সূরা আল-ইসরাঃ ৭০

➡️ এখানে ধর্মভেদ নেই–সমগ্র মানবজাতিকে সম্মান দেওয়ার নির্দেশ।

**২.২ বিশ্বাসের স্বাধীনতা-**

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾

"ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।"

– সূরা বাকারা: ২৫৬

➡️ ইসলাম অন্য ধর্মকে গ্রহণে কাউকে জোর করতে নিষেধ করেছে।

**২.৩ অন্য ধর্মের উপাস্যকে গালি দিতে নিষেধ-**

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾

"তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের আহ্বান করে তাদের গালি দিও না।"

– সূরা আন' আম: ১০৮

➡️ এটি ধর্মীয় সহনশীলতার সর্বোচ্চ উদাহরণ।

## ২.৪ অমুসলিমের সাথে ন্যায় ও সৎ আচরণ-

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ... أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾

"তোমাদের সাথে ধর্মীয় যুদ্ধে লিপ্ত নয়–তাদের সাথে সুন্দর আচরণ ও ন্যায়পরায়ণ হতে আল্লাহ নিষেধ করেন না।"

– সূরা আল-মুমতাহিনা: ৮

➡️ যারা শান্তিপূর্ণ, তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ইসলামের নীতি।

## ২.৫ অমুসলিম প্রতিবেশীর অধিকার-

﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾

"নিকটবর্তী ও দূরবর্তী (অমুসলিমসহ) প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করো।"

– সূরা নিসা: ৩৬

## ২.৬ মাদীনা সনদ– আন্তধর্মীয় সহাবস্থানের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক দলিল-

মাদীনা সনদকে আধুনিক সাংবিধানিক ইতিহাসে বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রাচীন দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ড. তারিক রমাদান বলেন–

"মাদীনা সনদ আধুনিক বহু-ধর্মীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল দর্শনকে তুলে ধরে।"

# অধ্যায়-৩: হাদীসে অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যতা

### ৩.১ অমুসলিম অধিবাসীদের নিরাপত্তা-

রাসূল (সা.) বলেছেন–

"যে কেউ অমুসলিম মু' আহিদকে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল।"

– সূরা আবূ দাউদ

➡️ মুসলিম রাষ্ট্রে থাকা অমুসলিমদের নিরাপত্তা নবীজির ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সমান।

### ৩.২ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জানাজায় সম্মান প্রদর্শন

একটি ইহুদি লাশ অতিক্রম করলে রাসূলে করীম (সা.) দাঁড়িয়ে গেলেন।

সাহাবারা বললেন: "এটা তো ইহুদি।"

নবী (সা.) বললেন:

"সে কি মানুষ নয়?"

– সহীহ বুখারী

➡️ মানব মর্যাদার প্রতি গভীর সম্মান।

### ৩.৩ অসুস্থ অমুসলিমকে দেখতে যাওয়া

নবী (সা.) এক অসুস্থ ইহুদিকে দেখতে গিয়েছিলেন।

– তিরমিযী

➡️ মুসলিম-অমুসলিম মানবিক সম্পর্কের আদর্শ।

### ৩.৪ অন্য ধর্মাবলম্বী অতিথিকে সম্মান

"যে আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে।"

– অতিথি যে ধর্মের হোক–হাদীসের নির্দেশ সাধারণ।

### ৩.৫ চুক্তি ভঙ্গ নিষিদ্ধ

“মুসলমানরা তাদের অঙ্গীকারের উপর অটল থাকে।” – তিরমিযী

➡️ অমুসলিমের সাথেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা ইসলামের সৌন্দর্য।

# অধ্যায়-৪: ইসলামের সৌন্দর্য–সহাবস্থান, ন্যায় ও মানবিকতা

### ৪.১ ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি

কুরআন বলে —

"তোমরা তোমাদের দ্বীন পালন করো, আর আমি আমার দ্বীন পালন করি।"

– সূরা কাফিরুন: ৬

### ৪.২ বৈরিতা থাকলেও ন্যায়পরায়ণ আচরণ

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে বিরত না করুক।"

– সূরা মায়িদা: ৮

### ৪.৩ জীবনের পবিত্রতা

﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ... فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾

"একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মানে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করা।"

– সূরা মায়িদা: ৩২

➡️ এখানে ধর্মীয় পরিচয় উল্লেখ নেই।

# অধ্যায়-৫: ইতিহাসে অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্যের উদাহরণ

**৫.১ মদিনার সনদ:**

ইহুদি ও মুসলিমদের একত্রে বসবাসের প্রথম সংবিধান–সমান অধিকার নিশ্চিত।

**৫.২ উমর (রাঃ)-এর জেরুজালেম বিজয়**

গির্জায় নামাজ না পড়ে উমর (রাঃ) বলেছিলেন–

"এতে যেন মুসলমানরা ভবিষ্যতে গির্জা দখল না করে।"

উমরের (রাঃ) ঐতিহাসিক চুক্তি (Covenant of Umar) খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়।

**৫.৩ মুসলিম শাসনে হিন্দু-বৌদ্ধ-পারসিক সহাবস্থান**

ভারত, অন্দালুস, মিশর, শাম–সবখানেই অমুসলিমরা নিরাপদে ছিল।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন:

মুঘল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান– সবাই বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে ন্যায়বিচারমূলক নীতি অনুসরণ করেছিলেন। অমুসলিমদের কর (Jizya) সম্পর্কেও পরবর্তীকালে ন্যায়সংগত পুনর্গঠন দেখা যায়।

# অধ্যায়-৬: গবেষণালব্ধ ফলাফল

গবেষণার ফলাফল থেকে নিচের সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্টভাবে উঠে আসে–

১. কুরআন ও সুন্নাহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ন্যায়, সহনশীলতা ও সদাচরণের শিক্ষা দেয়:
ইসলামের মূল উৎসে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ন্যায়বিচারের আদেশ অত্যন্ত পরিষ্কার। "ধর্মে জবরদস্তি নেই" –এই নীতিটি আন্তধর্মীয় শান্তির ভিত্তি।

২. ইসলামের মানবিকতা ও নৈতিকতা সর্বজনীন–শত্রুর ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচারের আদেশ:
গবেষণায় দেখা যায় যে ইসলাম শুধু বন্ধুর নয়, শত্রুর প্রতিও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। এই নীতি ইসলামের চরম নৈতিক উচ্চতা প্রমাণ করে।

৩. ইতিহাসে মুসলমানরা আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির বাস্তব মডেল সৃষ্টি করেছে:
রাশেদুন খিলাফত, আন্দালুস এবং মুগল ভারতের উদাহরণ দেখায়–

- অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত ছিল,
- উপাসনালয়ের নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়েছে,
- জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির বহুত্ববাদ উৎসাহিত করা হয়েছে।

৪. প্রখ্যাত গবেষকদের বিশ্লেষণ ইসলামের বহুত্ববাদী ও সহনশীল চেতনাকে শক্তিশালীভাবে তুলে ধরে
ড. হামিদুল্লাহ, ফজলুর রহমান, খালেদ আবু আল-ফাদল এবং তারিক রমাদানসহ অনেক গবেষক ইসলামের শান্তিবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণ-আধারিত ও নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের গবেষণা ইসলামের প্রতি বিশ্বব্যাপী এক ইতিবাচক উপলব্ধি গড়ে তোলে।

# অধ্যায়-৬: উপসংহার

এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও তার নৈতিক সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণ করা। আলোচনার ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে ইসলাম একটি ন্যায়, দয়া, মানবিকতা ও সহাবস্থানের ধর্ম, যা ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে মানবজাতির স্বাভাবিক বাস্তবতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত–বিশেষত সূরা হুজুরাত ১৩, সূরা আল-মুমতাহিনা ৮-৯ এবং সূরা আল-বাকারা ২৫৬–অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ন্যায়, সদাচার ও অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি প্রতিষ্ঠা করে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাচরণ, যেমন মদিনা সনদ, ইহুদি-নাসারা সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি, এবং দয়ার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক পরিচালনা–ইসলামের আন্তধর্মীয় সৌন্দর্যকে আরও স্পষ্ট করে।

গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তিনটি মূলনীতির ভিত্তিতে আচরণ করতে নির্দেশ দেয়–ন্যায় (আদল), উৎকর্ষপূর্ণ সদাচার (ইহসান), এবং মানব মর্যাদার সংরক্ষণ (হুরমাতুল-ইনসান)। এসব নীতি বহুধর্মীয় সমাজে শান্তি, পারস্পরিক আস্থা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার কার্যকর কাঠামো প্রদান করে। বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় বৈরিতা ও ভুল ধারণার প্রেক্ষাপটে ইসলামের এই মানবিক ও ভারসাম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, ইসলাম অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে নয়; বরং এটি ধর্মীয় ভিন্নতাকে জ্ঞান, বোঝাপড়া ও ন্যায়ভিত্তিক সহাবস্থানের সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী বহুত্ববাদী নীতির বাস্তবপ্রয়োগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সম্ভাবনা, এবং ওরিয়েন্টালিস্ট সমালোচনার একাডেমিক বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই গবেষণা ইসলামের প্রকৃত ও মানবিক চেতনাকে তুলে ধরে আন্তধর্মীয় সংলাপ ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

# তথ্যসূত্র


1. Al-Qur’an. (n.d.). In Al-Mushaf al-Sharif. King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an.
2. Islamic Foundation Bangladesh. (2005). Al-Qur’an Sharif: Bangla Translation & Tafsir. Islamic Foundation Bangladesh.
3. Rahmani, M. F. (2010). Tafsir-e-Ma’riful Qur’an (Bangla) (Translation of Mufti Muhammad Shafi’s Tafsir). Maktabatul Madinah.
4. Khan, M. M. (2012). Tafsir Ibn Kathir (Bangla Translation). Maktabah al-Bushra
5. Islamic Foundation Bangladesh. (2015). Sahih al-Bukhari (Bangla Translation). Islamic Foundation Bangladesh.
6. Islamic Foundation Bangladesh. (2018). Sahih Muslim (Bangla Translation). Islamic Foundation Bangladesh.
7. Darussalam Bangladesh. (2020). Sunan Abu Dawud (Bangla Translation). Darussalam.
8. Muhsin Khan Academy. (2011). Riyadus Saliheen (Bangla Translation). Al-Kawsar Publications.
9. Al-Bukhari, M. I. (n.d.). Sahih al-Bukhari. Darussalam Publishers.
10. Muslim, I. H. (n.d.). Sahih Muslim. Darussalam Publishers.
11. Al-Tirmidhi, M. I. (n.d.). Jami` at-Tirmidhi. Darussalam Publishers.
12. Abu Dawud, S. (n.d.). Sunan Abi Dawud. Darussalam Publishers.
13. Al-Nasa’i, A. (n.d.). Sunan an-Nasa’i. Darussalam Publishers.
14. Ibn Majah, M. I. (n.d.). Sunan Ibn Majah. Darussalam Publishers.
15. Al-Azhar University. (n.d.). Interfaith dialogue initiatives. Cairo, Egypt.
16. Abou El Fadl, K. (2002). The place of tolerance in Islam. Beacon Press.
17. Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: Conscien